বৈশাখী

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র সোম, বি-এ

প্রকাশক-

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী, বি-এল

কলিকাতা, ২৬ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ
সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে
শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী, বি-এল, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভাদ্র, ১৩৪১

মূল্য—চারি আনা

কলিকাতা, ২৬ নং সীতারাম ঘোষ
সাহিত্য-ভবন প্রেসে
শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

বৈশাখী

কাব্য-সুন্দরী

বিচিত্রবারিদঘটা যেন নভস্পটে,
নব নব বেশে তুমি, সম্ভ্রম-চকিতা,
বিশ্বপ্রাসাদের শত গবাক্ষের পথে
দাও দরশন। হেন আছে কি মানব,
হেরিয়া সে রূপ কভু হয়নি মোহিত,
স্তম্ভিত ক্ষণেক তরে? কিন্তু ধন্য সেই,
অনিমেষ আঁখি যার ফিরিল না আর,
ও রূপ-ধেয়ানে যেই ও রূপের গানে,
হইল মগন; কবিনামে খ্যাত সেই,
হইল সংসারে। কিন্তু বরমাল্য কা'রে
প্রদানিলে তুমি? চিরসুন্দরদুহিতা,
লভিতে তোমায় যা'র অশেষ প্রয়াস,
সেই যোগ্য বর। স্মিতমুখে, স্ফীতবক্ষে
নিয়ত কহিছ যেন, পাণিপ্রার্থিকবি,
যাইতে অসীম পথে মম পিত্রালয়
আছ কি প্রস্তুত? তবে, এই ধর কর,
হও অগ্রসর সেই সুদূরবাসর।

নববর্ষ

নন্দননন্দিনী করে নন্দিত যেমন
গৃহস্থভবন, আগমনমাত্রে,
তেমতি সঞ্চারো তুমি, ওহে নববর্ষ,
পুলকের স্পর্শ মানবের গাত্রে।

নিঃসংশয়কালগ্রাসপ্রবেশ মানব,
বিনা উপদ্রব বরষ যাপয়,
শেষে হয়, আপনায় ভেবে' বীতভয়,
হৃষ্ট অতিশয়, এতে কি বিস্ময় ;

কিন্তু খেদ-বিস্ময়ের না রহে অবধি,
দিনমাত্র যদি নূতন বরষ,
ধ্বান্তভ্রান্তগতিপান্থের যেমন
পান্থনিকেতন, জাগায় হরষ ;

যাহা মিশে কালে সহ বর্ষস্মৃতিটুক্,
ভাসিয়া বুদ্বুদ যথা মগ্ননীরে ;
যে দৃশ্য দেখিয়া কাল বলে আর হাসে,
"ধরাপৃষ্ঠে আসে নর খেলিতেই কি রে" ?

নহে, নহে ইহা নববর্ষাভিনন্দন,
জীবন-যাপন আত্মচিন্তাহীন,
পশু-আচরণ যথা গতানুগতিক,
মতিগতিদিক্ সংস্কার-অধীন।

সুখ-দুঃখ লিখে ভালে বিধাতৃ-লেখনী,
তাহা নাহি গণি,' প্রতিদিন মানি'
"নববর্ষ-দিন" যাপি যদি স্থিরলক্ষ্য,
তবে নর দক্ষ আপনারে জানি।

ধ্যানে, বরষের পুণ্য প্রথম প্রভাতে,
লভিব পরাণে যাহা কিছু সত্য,
নিত্য, নিত্য, নিত্য তায় সযত্নে সাধিব,
সাধনে লভিব যোগ্য মনুষ্যত্ব ;

যে দৃশ্য দর্শনে হবে কালের বিদ্রূপ
একেবারে চুপ ; মানি' পরাজয়
ঘোষিবে অভয় কাল, "পড়ি' মোর গ্রাসে
মৃত্যু দেহনাশে, মানুষের নয়।"

ওহে নববর্ষ, ওহে চির-অভিনব,
অভিনয় তব ভব রঙ্গমঞ্চে
প্রত্যক্ষ গোচর করি,' লভি যে'ন সত্য
জীবনের তথ্য, সংসার-প্রপঞ্চে।

মহাকাল, তব ঠাঁই মিনতি এ বর্ষে,
নবীন আদর্শে, সমাহিতচিত্তে,
যাপিতে জীবন, মোহমেঘ নাহি আসে
হৃদয়-আকাশে, ক্ষণেক নিমিত্তে।

চিন্তামণি

জানিতে বাসনা হয়, কে সে চিন্তাশীল
ভক্তচূড়ামণি, যার মানস-সরসে,
তব কৃপা-অরুণিমা-পাতে, চিন্তামণি,
ফুটিল কমল, তব চিন্তামণি নাম।
সার চিন্তা, নিত্যবৃত্তচিন্তার ধারায়,
ভগবৎ-চিন্তা, শুধু এই ভাবে কি হে
হ'য়েছিল ভোর সেই ভাবুক-প্রবর ?
কিংবা চিন্তা-মণি দিয়া গাঁথা যেই হার,
তার মধ্যমণিরূপে দেখিয়া তোমায়
উচ্চারিল মহানাম ? চিন্তাসার মনে,
যখনই তোমার চিন্তা, ঘনমেঘজালে
তড়িতের দ্যুতিসম ত্বরিতে চমকে,
পুলকের শিহরণ সঞ্চরয়ে দেহে।
কালচক্রআবর্ত্তনে সে শুভমুহূর্ত্ত,
প্রত্যাশিত, যত ঘন করে আগমন,
ভকত-হৃদয় তত ডোরে প্রেমরসে।
হৃৎকেন্দ্র তুমি, অন্তহীন বারিনিধি,
আমিত্ব-বুদ্বুদ্ তাহে তখনই মিশায়,
যবে চিন্তাধারা বহি' তব অভিমুখে
তৈলধারাবৎ, শেষে স্তব্ধ হ'য়ে যায়,
মাত্র তব চিদানন্দ ঘন তাহে ভাসে,
চিন্তামণি-অনাহতধ্বনি তবু বাজে।

মন্দির

মন্দির যা' ভক্ত গড়ে, দিয়া নিজ অর্থ, রক্ত, প্রাণ,
তাহা হয় স্থানীয় লোকের সত্যকার তীর্থস্থান।
তীর্থযাত্রা ক'জনার ভাগ্যে ঘটে এ দরিদ্র দেশে,
দিনকত ছাড়া পায় যাতে, যারা বন্দিনীর বেশে
রুদ্ধ বদ্ধবায়ু-গৃহে, আমাদের কন্যা, ভগ্নী, মাতা?
তাই প্রণম্য তোমরা, যারা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।
তারপর ভেবে' দেখি, এই দেহ-মন্দিরাভ্যন্তরে,
বিশ্বেরও মন্দিরে, ক'জন দেখিতে পায় বিশ্বেশ্বরে?
সংসারের পথে চলিতে চলিতে দেখিয়া মন্দির,
তাই যদি কেহ কভু, হেলায়ও নত করে শির,
তাহাই কি কম লাভ বলে' গণ্য হইবে সুধী-র
শুনিতে যে সংসারের কথা একেবারে না বধির?
এ সংসারে ভগবৎ-ভাব উদ্দীপন যাহা করে,
তাহাই নমস্য মনুষ্য মাত্রের গ্রাহ্য সমাদরে।

পরলোকের আকর্ষণ

জ্যোতিষ্কমণ্ডল নাহি হইত মধুর,
যদি না থাকিত তাহে বদন বিধুর ;
শ্বশুর-আলয় লোকে নাহি ভালোবাসে,
বঞ্চিত হইলে তথা প্রেয়সীর আশে ;
সেইরূপ, পরলোক নহে মনোরম,
যদি নাহি রহে তাহে আত্মীয়-স্বজন—
মৃত মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, দুহিতা,
প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র, অথবা দয়িতা।
যাহাদেরে দেখিয়াছি, তারা শুধু নয়,
পিতামহ, মাতামহ আদি, স্বর্গাশ্রয়
করিয়াছে যারা বহু, বহু দিন আগে,
(লুপ্ত যারা মাত্র যথা তারা দিবাভাগে),
শুনিয়াছি যাহাদের জীবনচরিত্র,
অজ্ঞাতনামাও যারা, কল্পনা-বহিত্র
মোর করি' আরোহণ, কালপারাবার
পার হ'য়ে করে মোর চিত্ত অধিকার,

তাহারাও পরলোকে আকর্ষণ-হেতু,
ইহলোক-পরলোক-ব্যবধানে সেতু।
মর্ত্ত্যলোকে জনমিয়া চরিত্র প্রভাবে,
ভরে'ছে ধরায় যারা যশের আরাবে,
এ দেহের অবসানে তাহাদের সনে
মিলন-আকাঙ্ক্ষা বড় প্রবল এ মনে।
এমন আকাঙ্ক্ষা যারে করে না ব্যাকুল,
অভাগা সে নয় নাস্তিকের সমতুল ?
মানবের ইতিহাস বৃথাই তাহার,
ঐহিকতাসার যার জ্ঞানের ভাণ্ডার।
দুঃখ নাহি হয় ছেড়ে' যে'তে প্রিয়জন,
অচিরে যাদের সনে নিশ্চিত মিলন ;
পরন্তু যাদেরে দেখি নাই বহু দিন,
বড় সাধ হ'তে তাহাদের সম্মুখীন।

প্রেম-পরিণাম

উষার কপালে টিপ্‌ শুকতারা,
মনোহরা, মনোহরা, মনোহরা।
সাগর জলে সিনান করি,'
দিব্য-রকত বসন পরি',
উদয়াচল শিখরে চড়ি,'
তা দেখিয়া দিবাকর,
শুদ্ধশান্ত যোগিবর,
প্রেমে তনু থরথর,
আত্মহারা, আত্মহারা, আত্মহারা;
পসারি' সহস্র কর,
স্পর্শি উষাকলেবর,
কৈলা তারে জরজর,
একাকারা, একাকারা, একাকারা।

ফুল (১)

ফুল, তোমার অতুলরূপে বন-উপবন আলো,
ফুল, তোমার মধুর রসে বিভোর ভ্রমর কালো।
ফুল, তোমার কোমল স্পর্শে লজ্জা দেয় নবনীতে ;
কঠোর কর স্পর্শে তোমায়, স্পর্শসাধ মিটাইতে ;
নহিলে কেন পুষ্পচয়ন, ফুলের শোভা তো গাছে ?
মায়ের কোলে শিশুর শোভা, তুলনা তার কি আছে ?
তোমার পাগল-করা গন্ধে অধীর সমীর লুব্ধ।
ফুল, তোমার শব্দ নাই তাই ভেবে হও ক্ষুব্ধ ?
ক্ষোভের তব কারণ নাই ; আনন্দের ভাষা হাসি,
তোমার মতন আছে কা'র তুমি যে হাসির রাশি ?
শিশুর হাসি মায়ের কাণ স্পষ্ট শুনিতে পায়,
অপরে দেয় শুধু আনন্দ ব্যক্ত নয় যা' ভাষায়।
"জগৎ জুড়ে উদার-সুরে আনন্দ-গান" যে বাজে,
তোমার হাসির মিষ্ট তান স্পষ্ট শুনি তা'র মাঝে।

ফুল (২)

ফুল, তোমার অতুলরূপে বন উপবন আলো ;
মনের কোণে জমা আঁধার তা'ও হয় তায় ভালো।
তোমার গন্ধে পেয়ে সন্ধান মধুলোভে আসে অলি,
আমি তাহারে মিনতি করে' মনের সাধ যা' বলি ;—
এক চুমুক মধু আমার এ আঙুলের ডগায়,
উগারি' দে' যা ফুলের রেণু একটু দে' যা মাথায়।
টাট্‌কা মধু খে'তে কেমন তাই চাই এক ফোঁটা ;
চাকে জমিয়ে করিস্ বাসি, মুখের লালে তা' ঘোঁটা।
বলিল অলি গুন্‌গুনিয়া, "তোমার সখ তো ভারী ?
চাকের মধু করিবে চুরি এ 'বউনি করা' তা'রই।"
ঝাঁঝি মারিয়া বলিনু তায়, ফুলের বাগান মোর,
আমায় তুই বলিস্ চোর, বড় আস্পর্দ্ধা যে তোর ?
হুল ফুটা'বি দেখাস্ ভয় ? ওরে, চিনিস্‌নি মোরে,
ভয় আমার ভয়ে লুকায় ওই ঝোপে আর ঝোড়ে।
বলিল অলি, "কাহার ফুল, কে বিচার করে বল ?
মীমাংসা চাও ? আমার সাথে বিধাতার কাছে চল।
তোমরা তার ধার ধার না, হামেশা দেখিতে পাই ;
মোদের কিন্তু তা'র হুকুমে চলা বিনা গতি নাই।"

নদী

জানি গো, জানি গো, তুমি পর্ব্বত-নন্দিনী,
ছিলে বহুকাল, অরণ্যানী-পরিবৃত
দুরধিগম্য, পাষাণ-প্রাকার বেষ্টিত
পিত্রালয়ে তব, অন্তঃসলিলা কৃশাঙ্গী,
মন্দা, প্রবাহিণীরূপে সুন্দরী কিশোরী,
অভিসারপন্থাঅন্বেষণে রতা ; যথা
ছিলা, শ্বশ্রূ-ননন্দার গঞ্জনা সহিয়া,
রাধাবিনোদিনী সতী আয়ান-ভবনে ;
স্বখাত -সুড়ঙ্গ-পথে বাহিরিলে শেষে,
কল্লোল-নিঃস্বনে গে'য়ে সুশ্রাব্য মহতী
মুক্তপ্রেমজয়গীতি।

রোষের গর্জ্জন
করিলে কি, যবে এক পিতার সগোত্র
গোত্র নিরুধিল পথ উন্মাদিনী তব !
কিন্তু কে শকতি ধরে এ মহীমণ্ডলে
রুধিতে উদ্দামপ্রেম-দুর্নিবারগতি ?
কলেবর বৃদ্ধি করে' নিজশক্তিবলে,
ভক্তবীর মহাবীর যথা কপিরূপে

পশি' স্বর্ণলঙ্কাপুরে সীতার সন্ধানে,
স্বকীয় বিপুল বপুঃ ধরিলা ক্ষণেকে,
নিমেষে করিতে সেই পুরী ভস্মসাৎ,
উল্লঙ্ঘিয়া সমুন্নত পরিপন্থি-শির,
লম্ফদানে কৈলে শাভ সমতল ভূমি।
হইয়া বিবৃদ্ধগতি চলিলে ছুটিয়া,
খরস্রোতোবেগে করে' মৃত্তিকা খনন,
কণ্টক কঙ্কর বাধা কিছু নাহি গণি,'
আপন গমন-পথ করিয়া সুগম।
জীবনতোষণি, অয়ি আনন্দদায়িনি,
স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি দুই হস্তে ছড়াইয়া,
প্রেমের গৌরব-বৃদ্ধি করিলে সংসারে।
কত গরুৎমতী-তরী, নীলাম্বু তড়াগে
রাজহংসগতি অনুকারিল, তোমার
করুণাগলিত শান্ত বক্ষে, মানবের
আশাস্থল পণ্যভার করিয়া বহন;
বালিকা বধূরা হ'ল অতি-হরষিত,
তরীতে আরোহি' পিতৃভবনগমন
দেখি' সুখকর, অবিলম্বিত, সুকর।
কত কুলবতী নারী, অদৃশ্য রবির
যাদের মুখের ছবি ছিল এতকাল,
আদর্শ সতীর রূপে বরিতে তোমায়,

করিতে গৌরব দান, মুক্তাকাশ তলে,
কক্ষে কুম্ভ লয়ে' জল আহরণ-ছলে,
সহজ শালীন্য ত্যজি' আইল ছুটিয়া।
অমল-ধবল কত পীতচঞ্চু বক,
(যদিও প্রায়শঃ রয় মৌনব্রতধারী),
কত কত গাঙ্চিল রোচনরঞ্জিত,
কত রঙ্গী মৎস্যরঙ্গ তরঙ্গে অভয়,
এল, করিতে না শুধু তব স্তুতিগান,
পরন্তু তাদের চারুসুচিক্কণচ্ছদে
তব নীলাম্বরী-শোভা করিতে বর্দ্ধন।
সতীপূতদেহ-দরশন-পরশন
শুধু কি নরের কাঙক্ষ্য ? দেবারাধ্য ধন ;
তাই পুণ্যতীর্থ কত হ'ল প্রতিষ্ঠিত
দু'কূলে তোমার, অয়ি রসামৃতধারে।
হেথা মহোদধি, যাপি' কত-না যামিনী
বিরহশয্যায়, আগমনমাত্র তোমা,
পসারি' তরঙ্গ ভঙ্গে বাহু, বক্ষে ধরি,'
পুণ্যপ্রেমব্রত তব কৈল উদ্‌যাপন।

সাগর

অবিরত তরঙ্গায়িত,
গভীরগর্ভ উষ্ণীভূত.
সদা বিষাদছায়াবৃত,
কেন হে সাগর ?

স্বকীয় নীলবর্ণযুত-
মূলাধারাকাশসম্ভূত,
হ'য়েছ পিতৃকক্ষচ্যুত,
তাই কি কাতর ?

নিয়ত অশ্রুবাষ্পকণা
উরধগামিনী ঝরণা,
চির-অনুভূত বেদনা
করিছে প্রকাশ।

নিয়োজিত ধরামঙ্গলে,
স্বয়ং, পিতা, ভ্রাতা, সকলে,
শোকনিরাস স্বীয় বলে,
নহে তো প্রয়াস ?

উত্তালতরঙ্গভঙ্গিমা-
ছলেতে বল যে, "পারি না,
প্রভঞ্জনানুকূল্য বিনা,
ভুজও উত্তোলিতে,

সুত-বিরহহাহাকার-
পূরিতবক্ষঃ শূন্যাকার,
তাপিত পিতায় আমার,
কিছু শান্তি দিতে।"

চুম্বন

ধিক্ শত ধিক্ সেই বর্ব্বরের কথা—
"আদিম মানব ছিল পশুবৃত্তিসার,
শার্দ্দূলের প্রায় তার মাংসলোলুপতা,
তৃপ্তি না মানিত বিনা স্বজাতি সংহার।
সেই নরমাংসলিপ্সা, শোণিতপিপাসা,
সংস্কারের রূপে থাকি' মানবের মনে,
ব্যক্ত হ'য়ে লভে আখ্যা, রুচিকর ভাষা
যার কিস্, দাতা দক্ষ যে নাম-করণে।"
কি অকাট্য যুক্তি তর্কশাস্ত্র অনুসার!
পাণ্ডিত্য বলিয়া পুনঃ পণ্ডিতে বাখানে!
কিন্তু হে হৃদয়বান্, উদ্ভট বিচার
এ হেন, মানিবে, বল, তুমি কোন্ প্রাণে?
সত্য বটে, কামোন্মত্ত চুম্বনের ছলে,
করে কভু দশনের অপব্যবহার,
কিন্তু মাতা স্তনন্ধয়-বদনমণ্ডলে,
ওষ্ঠ স্পর্শে পিয়ে প্রেম-পীযূষের ধার।
হৃদয়নিহিত অশরীরী প্রেমরস
আস্বাদনে মানবের শারীর প্রয়াস,
ধরাধামে লভে নাম চুম্বন অবশ,
ইতর প্রাণীতে কভু যাহার প্রকাশ।

আলিঙ্গন

লতায় ধরিয়া বক্ষে বৃক্ষ কহে, "ধনি,
খেদ নাহি কর হীনা আপনায় গণি' ;
সবলে অবলে মিলি' পূর্ণতাসাধন—
একত্বসাধন, জেনো, বিশ্বের নিয়ম।
ছোট নৈলে, ভেবে দেখ, বড় কোন্ বড় ?
আপন গৌরব জেনে' চিত্ত কর দড় ;
তোমা বিনা জগন্ময় উদ্ভিদ্‌জীবন,
করিতে না পারে তার পূর্ণতা সাধন।"

অন্তরীক্ষ অবনমি' ধূম্র দিঙ্মণ্ডলে,
আলিঙ্গিয়া ধরিত্রীরে প্রবোধিয়া বলে,
"কিবা দোষে রোষাবেশে ধরায় শয়ন ?
অসীম সসীম নৈলে নহে কদাচন ;
ক্ষণমাত্র রৈতে নারি তোমায় ছাড়িয়া,
তাই ধরে আছি দশ বাহুতে বেষ্টিয়া ;
চারিভূত সনে মিশি' আছি সর্ব্বক্ষণ,
তোমার সেবায় ত্রুটি না হয় যেমন।"

সহস্র কিরণ-বাহু করি' প্রসারণ,
পরশি' ধরায় কহে সহস্রকিরণ,—
"বিধাতা সৃজিলা করি' তেজের ভাণ্ডারী,
তোমায় বুকেতে ধরি' জুড়াইতে নারি ;
তাই তো ধরিয়া বহু বাহু, লো সুন্দরি,
শীতোষ্ণ, কবোষ্ণ, উষ্ণ স্পর্শ দান করি',
তোমার তৃপ্তিতে কিছু আলিঙ্গন-সুখ,
লভিতে বিধান কৈলা ধাতা চতুর্ম্মুখ।"

তমঃ, প্রভা মিলি' উষা প্রদোষ-ঘটন,
দ্বিবিধ তড়িতে মিলি' বিজলী-হসন,
গঙ্গাগর্ভে যমুনার আত্ম বিসর্জ্জন,
তিলফুলগর্ভে মধুলিহ-নিমজ্জন,
পতঙ্গের রঙ্গে বহ্নি-সমাধি-প্রবেশ,
সবই প্রেম অভিনয়, রসের আশ্লেষ।
নর ধরে নারী হৃদে তায় কিবা দোষ ?
নহে দোষ যদি তাহে বিধাতৃ-সন্তোষ।

আলিঙ্গন নহে শুধু স্পর্শসুখআশ,
দু'য়ে মিলি' এ যে একীভবনপ্রয়াস।
নর ভাবে, "নারী হয় শুধু প্রেম-খনি,
বক্ষ বিদারিয়া তার হরি প্রেম-মণি";
নারী ভাবে, "নর শ্রেষ্ঠ, অহো কি মহান্,
হীনা নারী মোরে দেয় প্রেমের সম্মান!"
ঐছে করে পরস্পর ত্রুটি সম্পূরণ,
পূর্ণতারতীর্থযাত্রা মানবজীবন।

বিয়ের মজা

গাছে চড়িয়া কালো জাম,
কোঁচড় পূরিয়া পাড়িল মেলা,
দুই বন্ধু মিলি'।

একজন কয়, "দেখ্, এতে
কাপড় কি হয়? এ শেষ বেলা,
আগে না ভাবিলি?"

হাঁ করে' হেসে, অন্যে কয়,
"ঘুম-ঘোরে এসে, কে দিল ঠেলা,
তা'তো না বুঝিলি?

বৌর কথায়, (বোঝা দায়),
গাছেও চড়ায়, খেলায় খেলা,
জেনে' বিষও গিলি।

তার করতল, (বুঝ্লি তো?)
হুণ দে' এফল, করিবে তেলা,
খেয়ে' খাবি খিলি;

পদ্মহস্ত তার (কি জানিস্?)
কাপড় কাচার বুঝ্বে ঠেলা,
(সে) বক্‌বে নিরিবিলি।

দেখ্‌বি তো চল্‌, দেরী নয়,
সে হাস্‌ছে কেবল, বসে' একেলা,
গালে পূরে' খিলি।
জাম খেলে' তার, (শক্ত দেখা)
মু'খানি দেখার না করিস্‌ হেলা,
বোকা যে বনিলি।"
বৌ শুনে' কয়, বন্ধুমুখে,
"গা'ল খেতে হয় খাবে একেলা,
তুমি জাম. খিলি।"
"বৌয়ের গা'ল," স্বামী কয়,
'মিষ্টি কি ঝাল, খাবার বেলা,
বোঝে মোর দিলই!
তোর মূর্খতা, না ভাবিয়া,
বেবাক কথাই বলিয়া ফেলা,
দেখ্‌ কি করিলি!
রেগেমেগে চলে, (ওরে বাবা!)
ইসারায় বলে, পেলে' একেলা
খাওয়াবে কিলই।
আরে সর্ব্বনাশ (বুক কাঁপে!
তুই হাস্‌বি হাস), মারে বা ঢেলা।
দোরে দেয় খিলই!

তুই চা'স্ বুঝি (আরে ছিঃ ছিঃ)
বলি সোজাসুজি, 'চরণ দে না' ?
তামাসা দেখিলি !

বেঁতে মন হয় দেখে শুনে ?
নয় রে, নয় রে মান ঝামেলা,
রস তো চিনিলি ?"

"বেঁটা ভবরোগ (তোর নয়),
রসসম্ভোগ ব্রজের খেলা
বল্ কি মানিলি ?"

"তোর ও ভয়ের হেতু নাই
যদি এ পারের প্রেমের ভেলা
বৌ নিয়া চড়িলি ।

মানুষ নয় পশু যে রে,
পরীক্ষা হয়, বিয়ের বেলা,
কেমনে বুঝিলি ?

পশু-আচার নয় কি সে
স্ত্রী নে' যদি তার কামের খেলা,
সমানই দেখিলি ?"

"নয় পরিহাস, (তোরই জিত),
ব্রজরসাভাস বিয়ের খেলা
খেলিয়াই দিলি ।"

সঙ্কট-ত্রাণ

আমার ভাড়াটে তেতালা বাড়ীর
ছাদটা আছিল নেড়া ;
ছিল এক দুষ্টু ছেলে,
কোন দিন ফাঁক পেলে,
ছাদে গিয়া ওঠে ঠেলে,
সে ভয়ে সিঁড়ীর প্রবেশ পথেই
দিনু বাঁখারির বেড়া ।

সর্ব্বাগ্রে নিজের, পরে গৃহিণীর,
সুবিধাও হয় যা'তে,
নিদাঘের গুমা রাতে,
শীতের প্রবীণ প্রাতে,
বসন্তে মলয়বাতে,
একটা সহজ খোলার কৌশল
রাখিয়া দিলাম তা'তে ।

কিন্তু কে, কবে বা, গিয়াছে শিশুর
অপক্ক বুদ্ধির ফাঁকে ?
(বাড়ীর কুকুরও যে,
দোরখোলা কল বোঝে,
দেখে' সতর্কে রোজ এ),

একদা নন্দন ছাদে গে' হাজির,
যবে মা নিযুক্তা পাকে।
গৃহিণী রন্ধনব্যাপার সারিয়া
সবে ছাড়িয়াছে হাঁপ ;
ছেলের খোঁজে যাইয়া,
দেখিতে নাহি পাইয়া,
সিঁড়ীতে দ্রুত ছুটিয়া
দেখে যা' তাহাতে মাথা তো ঘুরিল,
বুকেও চড়িল কাঁপ !

স্বামি-ভক্তি ছিল তার সে-কালের,
বুদ্ধিমতীও ছিল সে ;
টুঁ-শব্দটি না করিল,
কম্পিতপদে নামিল,
আমার কাছে আইল,
কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল অস্ফুটে,
"ওগো, দেখ'সে দেখ'সে।"

গিয়া দেখি, একেবারে কিনারায়
সত্যি ছাদে বসে' খোকা !
হাততালি দিয়া দিয়া,
দু'পা তুলিয়া তুলিয়া,
"হলি হলি হে" বলিয়া,

আনন্দে মগন, যেন আমাদেরে
বনিয়ে নিরেট বোকা !
বলিলাম, "রক্ষাকর্ত্তা ভগবান্
তাঁহারেই ডাক, ডাক ।"
বলে গৃহিণী, "আমার
কেউ নাই যে ডাক্‌বার,
ওগো, তুমি বিনা আর,
তাইতো এনেছি তোমারেই ডেকে,
তুমিই খোকারে রাখ ।"
মনে মনে ডাকি, হে মধুসূদন !
তিনিই আমারে কন,
"আন আন শীঘ্র মিষ্টি,
সামনে কর তা
পড়িলে তাহাতে দৃষ্টি,
ছুটিবে কুড়া'তে, তোমরা কুড়া'য়ে
পাবে হারানো রতন ।"

আমার স্বদেশ-প্রীতি

স্বদেশ আত্মার দেশ, আত্মাই সজ্ঞানে,
স্বানুকূল জেনে,' জন্ম লভে'ছে এখানে,
এ দেহ আশ্রয় করে,' যাহার পোষণ
এ দেশের জলবায়ু, অশন বসন ;
যে দেশের, অন্তরীক্ষে দেবগণ চরে,
দেবভাষা সুধা ঢালে শ্রবণবিবরে।
জন্মভূমি মোর, স্বর্গাদপি গরীয়সী,
শিবের আবাসভূমি তীর্থ বারাণসী।
যে পিতার শুক্রে জন্ম, মাতার শোণিতে,
কে পশু তাদেরে পারে ভালো না বাসিতে ?
হইলেও মরুভূমি মাতা জন্মভূমি,
সন্তানের ভক্তি পায় শুষ্ক ওষ্ঠে চুমি' ;
ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী মা, তোরে ভালোবাসি,
বলিলে ভাষায় বেশী কি আর প্রকাশি ?
কর্ম্মে ভালোবাসা তোরে স্বধর্ম্ম-পালন;
স্বধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম, যাহার গণন,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষে সবার প্রথমে,
যাহার সাধনে ত্রুটি পীড়য়ে মরমে।
না হ'লে এ দেশপ্রীতি অস্থিমজ্জাগত,
বিশ্বদেহে বিশ্বপ্রেম দুষ্টব্রণক্ষত।
কবিমুখে বিশ্বপ্রেম কীর্ত্তিত বিস্তর,
বিশ্বে কিন্তু না দেখি'ছি উচ্চ এক স্বর।

হিন্দু ও মুসলমান

রোশনপুরে হিন্দু মুসলমান,
মিলেমিশে করে বাস কাল আবহমান।
একমাত্র পাকা মসিদ ক' গাঁয়ে,
"পীরসাহেবের" খড়ো দরগা তার গায়ে।
মুসলমানেরা পড়িতে নমাজ
জুম্মাবার মস্‌জিদে সেই করে সমাজ।
আজানের আওয়াজে ব্যস্ত হ'য়ে,
হিন্দুরাও দরগায় যায় শিরণি ল'য়ে ;—
বিন্নিধানের খই, লালি বাতাসা,
খেতেই শুধু ভালো নয়, দেখিতেও খাসা ;
এক দিকে বোঁটা, ও দিকে পাপড়ি,
এম্নি সাজানো যেন শিউলীফুলে চুপড়ি।
মক্তবের ঠিক্ পাশে পাঠশালা,
এক চালায় দু-ই, আসন মাদুর ঢালা ;
এক যোড়া মোড়া সে সত্যিকালের,
বিরাজে মাঝারে, শ্রেষ্ঠাসন শিক্ষকদের !
মহরমের তাজীয়া সুসজ্জিত,
হিন্দুরাও স্কন্ধে বহে হইয়া শ্রদ্ধান্বিত।

হিন্দুদের হামেশা পাল-পার্ব্বণে,
মিয়ারা খাটে গিয়ে নিজ কাজ করি' মনে।

মসিদের মোল্লা হিন্দুদের চাচা,
গাঁয়ের মোড়ল মান্য হিন্দুদের যে বাছা ;

উভয়ের চিন্তা, ভালো হয় কি সে,
কোর্টে না যায় কেহ, মানে এ দুই সালিশে।

এই মস্‌জিদে আর দরগায়,
প্রবাদ, একদা হ'য়েছিল ভিড় বেজায় ;

আব্দু নামক সন্ধানী এক মিয়া,
নমাজ অন্তে এক প্রান্তে দাঁড়াইলা গিয়া ;

বড় মিঠা বুলি, "প্যারে ভাই সব"
বাহিরিতে তাঁর মুখে সব হ'ল নীরব।

"ভাই সাহেবান্, শোন দিয়া কাণ,
আমরা সবাই না এক আল্লার সন্তান ?"

"সবাই", হ'ল গগনভেদী সাড়া ;
আব্দু পুছেন, "কৃষিকার্য্যে অগ্রসর কা'রা ?"

"মুসলমানরা" ওঠে আওয়াজ ;
আব্দু পুছেন, "কিসে চলে কৃষকের কাজ ?"

হইল উত্তর, "লাঙ্গল-বলদে" ;
আব্দু পুছেন, "কার ক্ষতি অধিক গোবধে ?

জবাবের নাই কোন প্রয়োজন,
মাংস লোভে গরু জবাই করে যে অধম।
পশুবধে কুর্ব্বানির আছে বিধি,
তাই কি হে হিন্দুর দেশে নাশিবে গো-নিধি?''
"কখ্‌খনো না" উঠিল তুমুল রোল,
আন্দু কন, "আমাদের মিটিল সব গোল।"
কহিলেন এক সাধু মিয়া ভাই,
"হিন্দুরা বলিতে নারে আমরা গরু থাই
কুর্ব্বানিতে না করি গরু জবাই।"
আন্দু সহর্ষে কন "সাবাস্, এই তো চাই!"
এ হেন আন্দুমিয়ার হিন্দুয়ানী,
রোশনপুরী ইস্‌লাম অত্যাপি চলে মানি'।
রোশনপুরে হিন্দু-মুসলমান,
আজ কেন অকস্মাৎ হ'ল বিবদমান?
বক্র শুক্রবার বিজয়া এবার,
মস্‌জিদে যখন অন্য ধর্ম্মের ব্যাপার!
এ সমস্যার সরল সমাধান্
বিসর্জ্জন হ'বে হ'লে নমাজ-অবসান?
কিন্তু কে কুমন্ত্রী বসে' অন্তরালে,
নিরঞ্জন-বিধি দিল ঠিক্ নমাজ-কালে?

দুষ্টঅন্তরালবর্ত্তিঅভিসন্ধি,
ভ্রাতৃসম মিয়াদের করিল প্রতিদ্বন্দ্বী।
মসিদ সকাশে বাজে যেই বাদ্য,
উত্তেজিত মিয়াদের থামায় কার সাধ্য ?
সরোষে মোল্লার হইল গর্জ্জন,
"হ'ক্ এখন বিসর্জ্জন, কালি হবে রণ।
গোপনে সজ্জিত রে মুসলমান,
বধিতে উদ্যত হিন্দুরে যে ভ্রাতৃ-সমান ?
কই তিনি, যিনি গ্রামের প্রধান,
জেনেছ কি তিনি, করেছেন সম্মতি দান ?"
পশি', ত্রাসে কাঁপি', ব্রাহ্মণ সুজন,
নিবেদিলা মোল্লা-সকাশে, "জানিনু এখন।
হাঙ্গামার কথা না আসিল মনে,
তা হ'লে কি মত দিই এখন বিসর্জ্জনে ?
হেন শঙ্কা কভু ছিল না তোমার,
থাকিলে আমায় দিতে আগেই সমাচার।
হইল প্রতীতি, দৈবই প্রবল,
মানুষের বুদ্ধিবল তার কাছে বিফল।
বয়োজ্যেষ্ঠ তুমি শ্রেষ্ঠ সে কারণ
শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় আজি দিলে প্রথম।
বাছাদের অকস্মাৎ যুদ্ধসাধ,
চিন্তা কি, যদি না তোমায় আমায় বিবাদ ?

কালি হ'বে রণ, ব্যবস্থা উত্তম ;
বাছারা ঘরে যাও, কর যথা আয়োজন"।
একপক্ষে অস্ত্র, পাটকেল লাঠী,
হিন্দুরা নিরস্ত্র,তবু দাঁড়াল পরিপাটী।
মোল্লা কন নিজদলে সম্ভাষিয়া.
"সেজেছ কি সাঁজোয়ায়, বল তো না হাসিয়া ?"
শুনে এই কথা, অন্যদল হাসে,
লজ্জায় মিয়ারা প্রায় চ'খের জলে ভাসে ?
তবে মোল্লা অন্যদলে কন্ "হিন্দু,
আছে কি শরীরে উষ্ণ শোণিত এক বিন্দু ?
দেখা'তে মোদের অস্ত্র শস্ত্র নাই,
কোনও সজ্জা না করে' এসেছ কি হে তাই ?
রহস্য কি বড় জানিতে উৎসুক,
কি হিম্মতে আসিলে বিল্‌কুল্ খালী বুক ?
কি শক্তি বলনা, তাহে লুক্কায়িত ?
না জানিলে স্থির নহে পরাণ বিচলিত !"
হিন্দুরা কয়, "জানি, আমরা জানি,
তুমি চাচা বিদ্যমানে না হ'বে অস্ত্রহানি।"
মোল্লা কন হেসে, "বুঝি দলপতি,
শিখায়েছে কালি দেখে আমার ভাবগতি ?"
সমস্বরে উত্তর, "নিজেরা জানি,
তোমা হ'তে সম্ভবেনা কোনও বে-ইমানি।"

বউ-কথা-কও

এবার নব-বরষ এল,
অগ্রদূত না জানা'য়ে গেল ?
হরষ নাহি পরশে প্রাণ,
বিনা বউ-কথা-কও-তান।
নবীন আশা নব উদ্যম—
হীন একি নববর্ষাগম !
অনাগমে সে প্রিয় সখার
ম্লানমুখ বৈশাখ এবার।

তোমাদের কি হয় স্মরণ
ঘটেছে হেন পূর্ব্বে কখন ?
বিনা বধূদের সন্ধ্যারতি
বঙ্গে নামেন কি সন্ধ্যাসতী ?
বৌরা বলিলে বলিতে পারে,
কেননা তারা এ পাখীটারে
সুনজরে কভু নাহি দেখে,
নাম শুনিলেই বসে বেঁকে ;
ডাক শুনিলে আকাশ পানে
চাহিয়া বলে বিরক্ত প্রাণে,

"আঁস্তাকুড়ে গে' এঁটো পাত খা,
নৈলে, হতচ্ছাড়া, নিপাত যা ;
মোদের ঘরেরকথা-রটা,
ষাঁড়ের গলা তার কি ঘটা !
আর পাখীরা বনদেবীর
বন্দনা গায় শাখায় স্থির
হ'য়ে বসে' সুখে কুঞ্জবনে ;
ঠাঁই না পেয়ে' তাদের সনে,
চীৎকারে আকাশ ফাটা'স্,
মনের ঝাল এম্নি মিটা'স্ ?"
তাদের জমা-খরচ খাতে
সেই বছরের একপাতে,
আরও লেখা থাকিতে পারে,
মনে রাখিতে ঘটনাটারে—
"যমের বাড়ী সত্যি কি গেলে
বছর বছর হাড় জেলে' ?
ভাগ্যিস্ মাটিতে না দিস্ পা,
দিলে, দিয়ে মুড়ো ঝাঁটার ঘা,
অক্কা পাইয়ে দিতাম কবে !
বদ্ স্বভাবে নির্ব্বংশ হবে ।
ছা' পুষিবার ক্ষমতা নাই,

গলায় দড়ি দিলি কি তাই ?
ছাতারে পাখীটা ফের এলে
শুনিয়ে দিব, পরের ছেলে
বোকার মতো কে করে কোলে ?
ভুলি মোরা সতীনের ভোলে ?”
সত্যি যদি এত অভিশাপে
(কথাটা বলিতে প্রাণ কাঁপে,
শাপ-বল ছিল ব্রাহ্মণের),
এ অতিপ্রিয় পক্ষিবরের,
অকালমৃত্যু-ঘটন হয়,
দুঃখের পরিসীমা না রয়।
এ পাখীর বংশলোপতত্ত্ব,
তত্ত্বালোচনা যথা জড়ত্ব
প্রাপ্তির মুখে, নির্ণয় কেবা
করিয়া করে দেশের সেবা ?
যদি কোন স্থান বঙ্গে থাকে,
যেখানে এই পাখী না ডাকে,
প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে,
যখনই এ হঠাৎ আসে,
সংগ্রহযোগ্য সে বিবরণ,
বিজ্ঞাতব্য এ পক্ষি-জীবন।

ধরিয়া লই, আছি যেখানে,
ধন্য করিতে দর্শনদানে
তারে, ভোলেনি এ খগবর,
যদিও বৈশাখ অগ্রসর।

এ না থাকিলে একটা তার
ছিঁড়িয়া যায় ভাব-বীণার,
বঙ্গবাসীর বিশেষ করে,'
রেখেছে যারা হৃদয়ে ধরে,
এ পক্ষিবরে সুদীর্ঘ কাল,
বৌরা যদিও ভাবে জঞ্জাল।

কল্পনাতীত অতীত কালে,
এল এক কবির খেয়ালে,
এই পাখীর ডাকের মানে,
জাতীয় ভাবের রূপদানে।

বালিকা-বধূ কথা না ক'য়ে,
দিল বা ব্যথা তার হৃদয়ে ;
মান করিয়া কথা না বলা,
নারীর জানা প্রেমের কলা :
প্রয়োগক্ষেত্র তাহার যা'রা,
অমোঘ শক্তি বিদিত তারা

মানিনী প্রিয়ার মুখে হাসি
ফুটা'তে কবিতা রাশি রাশি,
লেখার চেষ্টা বিচিত্র নয়,
বড় কবিত্বপূর্ণ বিষয়।

কবির কবিত্বে মজা পেয়ে,
তার কলমের খোঁচা খেয়ে,
আমরা দিব্যি হজম করি,
সুন্দরীরা জান তা' সুন্দরই।

তাই উদোরে রেহাই দাও,
বুধোর ঘাড়ে পিণ্ডি চাপাও।

ছিঃ, দেবদূত এ খগবর,
সঙ্গত কি তার অনাদর ?

তবু যদি থাকে, ছাড় রোষ,
করিতে হয় কর আক্রোশ,
এ দীন বৃদ্ধ কবির প্রতি,
এমন ব্যাখ্যায় যার মতি,
যাতে নাই শঙ্কার প্রসঙ্গ,
আছে খাঁটি সত্য, নাহি ব্যঙ্গ।—
পাখী ডাকে, 'বউ কথা কও'
(যে কথা বলিতে ভুলে' রও)।

কি কথা বলিতে এ আহ্বান?
শুনিতে যা' জাগে নিশিমান
স্বামী, যার দীর্ঘ বেলা কাটে
শুনিতে যা,' মাঠে হাটে ঘাটে।

বুঝেছ বহু কথার ছলে,
ভাবের ঘরে চুরি না চলে ;
বল তবে সেই শেষ কথা,
শুনিতে স্বামীর ব্যাকুলতা
বুঝিয়াছ যদি প্রাণে-প্রাণে,
বল তা' স্বামিদেবের স্থানে।

এ পাখীর ডাকে ভগবান্
স্বয়ং, জেনো, করেন আহ্বান।

প্রাণ খুলে তবে বল, বল,
"তোমায় ভালোবাসি কেবল।"

বিশ্বেশ্বরে প্রেমের সাধন,
সর্ব্বভূতে সমদরশন ;
বিশ্বজনীন প্রেমের মূল
গার্হস্থ্য, জানিলা ঋষিকুল ;
গৃহস্থাশ্রমের মেরুদণ্ড,
দাম্পত্য প্রেম পূত-অখণ্ড ;

দাম্পত্য প্রেম কথার কথা,
প্রভুত্ব নিয়া বিচার যথা ;
তাই ভর্ত্তার 'স্বামী' এ নাম
হিন্দুকৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বিধান।
(তাই) প্রাচ্য-প্রতীচ্য-মিলন-পথ,
দুরতিক্রম্য গিরিসঙ্কট।

প্রগতির যারা ধ্বজাধারী
একথা শুনে, চটিয়া ভারী,
বিমান-যানে সদর্পে চড়ি',
বলিবে, "পথের ভয় করি ?"
তবে হবে, বৃক্ষের উত্তর,
স্বর্গে পাব ফলের খবর ?

আধুনিকাদেরে করি গড়,
না করুন শুনে গরগর ;

পড়িলে হ'ব সৌভাগ্যবান্,
হ'লেও তা' কৃপণের দান।

সাহিত্যে তো আমোদই চান,
দেখুন-পড়ে' যদি তা' পা'ন।

বুঝুন মোর স্নেহের মান,
বুঝিবেন, কেন অভিমান।

ছাড়িয়া গেলেও কন্যাগণ,
করে না স্নেহ অনুসরণ ?
ওগো, ঠিক্ সে ভাব আমার,
করুন তবে ন্যায্য বিচার।
বাজে কথা ছেড়ে যা আসল
সম্প্রতি শোন বধূর দল ;—

ব্রত নিয়ম পাল পার্ব্বণ,
যদি না স্বামি-তুষ্টি-সাধন,
কেবল ভস্মে ঘৃতে হবন,
দেবতা তাহাতে তুষ্ট নন।

কামদানে প্রেম তুষ্ট নয়,
তাহার তুষ্টি আত্ম-বিক্রয় ;
সুখ-শান্তি সকলের চাও,
স্বামিদেবের পায়ে বিকাও।

বসন্ত-বৌরী

আকুল প্রাণে যে এক নিঃশ্বাসে ও ডাকে,
খুঁজে কিন্তু দেখ্‌তে না পাই পাতার ফাঁকে ফাঁকে।
ও কি তবে শব্দময় কোন রূপ নাই ?
মন্দ কি তা না থাকিলে, রূপ বড় যে বালাই ?
এ নহে প্রভাতী গানে সুখে যোগদান,
তবে কেন হয় হেন ডেকে ডেকে হয়রান ?
উহ্‌ উহ্‌ উহ্‌—আকুলতার কি তান !
বিরহ-বেদনে হল বুঝি কণ্ঠাগত প্রাণ ?
এত আকুলতা থাকে কি পাখীর ডাকে ?
যেন সে শ্যামের বাঁশী ডাক্‌ত কুঞ্জে রাধিকাকে।
কেন ও শুধুই ডাকে উচ্চ ডালে বসি' ?
দূরে থেকে শুন্‌তে পায় যেন প্রাণের প্রেয়সী।
প্রেয়সী সে হতভাগী কেন থাকে দূরে,
নাহি থাকে অহর্নিশ বঁধুর হৃদয় জুড়ে' ?
হিন্দুবধু নবোঢ়া কি শিখায়েছে তবে ?
স্বামীসনে মিলন তাহার কে দেখেছে কবে ?
পাশে কিন্তু চুপিচুপি আসে সে নিশ্চয়
দয়িতের সঙ্গলিপ্‌সা কবে কে করেছে জয় ?

ফিঙ্গা

এই যে দেখিলাম বিমানে,
কি জানি আঘাত পেয়ে প্রাণে,
সবেগে ছুটে কাকের পানে
ফিঙ্গা এক তারে ওষ্ঠ হানে।

যদিও ক্ষুদ্র সে পরিমাণে,
অশক্ত যদিও বেশ জানে,
যুঝিবারে সমানে সমানে
তবু ক্ষান্ত নয় অভিযানে ;

নিতে প্রতিশোধ অপমানে,
জানি স্থির, নহে অনুমানে,
ফিরিলে কাক পিছন পানে,
অনুসরণকারি-সন্ধানে,+

জিত হবে পৃষ্ঠভঙ্গ দানে ;
উড্ডয়নে কাক, ফিঙ্গা জানে,
তার কাছে পরাভব মানে।
হেন কৌশল কে না বাখানে ?

এ উপভোগ্য যুদ্ধ-কৌশল—
দুর্ব্বলসম্বল বুদ্ধিবল,
যে তোরে শিখাল, ফিঙ্গা বল্,
খুঁজে তারে পাব ধরাতল ?

পাব, পাব, পাব রে নিশ্চয়,
বিশ্বপতি বিশ্ব ছেড়ে নয়
(এর মানে যদিও এ নয়,
বিশ্বব্যাপী বিশ্বাতীতও নয়) ।

অণুর শাসন নাহি হয়,
অণুতে শাস্তা যদি না রয় ;
বিরাট্ অণুসমষ্টি হয়,
এতে কি কিছু আছে সংশয় ?

সূর্য্যমণ্ডলরূপ হৃদয়
চৈতন্যের জ্যোতিঃ বিকিরয় :
ব্রহ্ম কৃষ্ণের বিভূতি হয়,
খাঁটি বৈষ্ণবের এ প্রত্যয় ।

দোয়েল

দোয়েল, চিতিয়ে বুক কেন চল ?
কিসের গরব এত বল ?
'আয় আয় করে,' সস্নেহে ডাকিলে,
খাবার পরম আদরেও দিলে,
পুচ্ছ উচ্চ করে' অবজ্ঞার ভরে,
ফুড়ুৎ করে' উড়ে যাও,
বল এতে কি ভাব জানাও ?

ভাব বুঝি, শুধু মুখে ভালোবাসি
রঙ্গ দেখে ব্যঙ্গ করে' হাসি ?
জাননারে এ প্রাণের ভালোবাসা,
যথা রূপ-গুণ তথা তার বাসা,
সর্ব্বগ্রাসা এ যে অনলের প্রায়,
কিছুতেই তৃপ্তি নাই,
না গেলে বিশ্বপতির ঠাঁই।

আমি যে রে তোর রূপে-গুণে ভোর,
যদি তা' বুঝিতে মনচোর!
তোরে না ছুঁইলে, তোরে না চুমিলে,
ওরে মোহনিয়া, তৃপ্তি কিসে মিলে?
এ নহে তৃষিত-আকুল পিয়াস,
শুধু জলে যার শান্তি
ইহা নহে মরীচিকা-ভ্রান্তি।

সেই মোর ছেলেখেলা মনে আছে?
বলি? ভয়, ভয় পাও পাছে।
মিটা'তে দারুণ পরশের সাধ
(উঃ, কি করেছিলে তুমি আর্ত্তনাদ?)
ধরিলাম তোরে রে বৃক্ষ-কোটরে;
ছাড়িলাম নাহি চুমি,'
চুম্বনমর্ম্ম বোঝ না তুমি!

হ'লে আমি দুষ্টু ছেলে, কিবা গতি
হ'ত তব ভাব এক রতি?
বোঝনারে তুমি মরমের কথা,
সে কারণ মনে পাই বড় ব্যথা।
বুঝিলে, নিশ্চয় তুমি একদিন
খাইতে আমার হাতে,
সম্মুখে বসে গান শুনা'তে।

বউ-কথা-কও ভাঁজে এক স্থর,
ঘু-ঘু দুই বেদনায় পূর,
কোকিলের কুহুরবই স্বীকৃত,
'চ'খ গেল বলে' পাপিয়া দুঃখিত,
বনদেবীর-বন্দনাগায়ক কত !
তোমার স্থর অনন্ত,
গাও, কি গ্রীষ্ম, শীত, বসন্ত।

মুখের কথা দুর্বোধ্য তব, জানি,
কিন্তু বোঝ শুদ্ধ ভাবখানি।
এতকালে হায়, হইল না লাভ
সে ভাব, শুধুই যাহার অভাব,
প্রাণপ্রিয় তোরে, রাখিয়াছে দূরে,
মুখপানে চেয়ে তোর,
শুনিনা গান জীবনভোর।

অহো, সাধু তারা কিবা ভাগ্যবান্,
শরীর যাদের স্থিতিস্থান
উপদ্রবহীন, ভাবিয়া খেচর
আশ্রয় করে' বসে শ্রমকাতর ;
তণ্ডুল-গুণ্ডিক, চণক চূর্ণাদি,
মিটায় জঠর-ক্ষুধা
চঞ্চ্বাঘাতে ঢালে প্রেমসুধা ;

সত্য বলি, মোর বড় সাধ হয়—
আমায় তুমি না কর ভয়.
জানি, তুমি নিত্য পাও কি আহার ?
প্রেয়সীর সনে তব কি ব্যভার ?
উদার-আকাশ-তলে কোথা থাক ?
কখনও হয় তোমার,
আনন্দভঙ্গ, ভীতি-সঞ্চার ?

কাক

কাক তো আমার তুচ্ছ নয়,
প্রভাতের যে সংবাদ বয়,
আমার খোকার মোয়াটি যে
নিঃসঙ্কোচে কেড়ে' লয় ?

এ তো চুরি করা নয়, নয়
দুষ্ট স্বভাবের পরিচয় ;
যেম্নি হউক্, সে বোঝে, মূলে
খোকা ও সে ভিন্ন নয়।

যে মোরে এত, এত ভাবায়
সে মোর হৃদয়ে স্থান পায় ;
যে ভাবেই যে থাকে হৃদয়ে,
অবজ্ঞা করা কি যায় ?

অবজ্ঞা তো পেয়েছে বিস্তর
পশু-পক্ষি-কীট নিরন্তর
সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি ? এবে
প্রায়শ্চিত্ত—অবসর।

পাখীদের দূত, বিশ্বেশ্বর
প্রেরিলা কাকে, নর-গোচর,
নরের কাছে সে না পাইল,
দূতপ্রাপ্য ও আদর।

তার বদলে সে তাড়া খে'ল
তবু নর হিতে র'য়ে গেল।
বিজ্ঞানী নর বলে, "কি ভয়?
ও না থাকলে ব'য়ে গেল।"

ওরা যে ভালোবাসে কোকিলে,
(শুধু টাকাই চিনে বখিলে),
প্রেম-নামে চায় শুধু কাম,
ঘৃণা হয় যা' দেখিলে।

ওদের তো সবতা'তে ছল,
জীবন যাপনই নকল,
গৃহস্থালী শুধু নাগরালি,
বিজ্ঞান জড়গরল।

কাক ও কোকিলে ভেদজ্ঞান,
কুশিক্ষার পরিচয় দান।
জগৎজোড়া প্রেমৈকতান,
শোনে যে সৌভাগ্যবান্।

সৌন্দর্য্য প্রেম মূরতিমান্,
রূপ তো কামের রাখা নাম;
প্রেমের রঙ পড়িলে তা'তে
স্বর্ণমান করে লৌহে দান।

বিশ্বজনীন প্রেমের কথা,
বলিয়া বেড়ায় যথা তথা,
বিশ্বেশ্বরের খোঁজ না রাখে!
বোঝেও না কপটতা!

বিশ্বেশ্বরে প্রেমের সাধন,
সর্ব্বভূতে সমদরশন।
সে সাধনে তাহাদের স্থান
করেছে কি নিরূপণ?

মোটে না, উল্টে করে বড়াই
সভ্যতারই দিয়া দোহাই।
শক্তি নাই এ স্রোত ফিরাই,
ভাবি তাই, কাঁদি তাই।

নাঃ, করি কাকে দৌত্যে বহাল;
কাক, গরু, কুকুর, বিড়াল,
এ সব বিনা চলে না মোর,
পাখীরা জানুক্ এ হাল।

কাকের প্রতি ঐ অনাদরে,
আর পাখী সব আছে সরে,
শুনায় গান, কাছে না ঘেঁষে,
বাজেনা রে এ অন্তরে ?

ভালোবাসা যে রে চায়, দিতে,
যাহা বড় ভালো লাগে চিতে,
দূরে থাকিলেও, প্রেমাস্পদে,
বসা'য়ে খাওয়াইতে।

খেচরগণে প্রেম-অর্পণ,
কাক দে' সুরু হ'ক সাধন ;
পাখীদের মধ্যে তারই সনে,
সংস্পর্শ সর্ব্ব প্রথম।

এস রে, বরাহূত অতিথি,
প্রাঙ্গণে আমার নিতিনিতি,
উৎসব দিনে এস সদলে
অনাহূত, যথারীতি :

কিন্তু রে জানিয়ো, অদ্যাবধি,
অহিংসা মোর না থাকে যদি,
তার সাধনে বিশেষ চেষ্টা,
হবে মোর নিরবধি।

তুমি তো, দেখি, সবই বোঝ,
বাড়ীতে পা দিয়াই ভোজ ও,
বুঝ্‌বে না ভাব-পরিবর্ত্তন,
অতিথি হ'য়ে রোজ ও ?

দলাদলিপ্রিয় বাঙ্গালীর,
একতা তোমার স্বজাতির
অনুকরণীয়, বুঝিবে কি
তারা করে' মতি স্থির ?

বসে' কাঁটাল গাছের ডালে,
দৃষ্টি নিবদ্ধ আপন ভালে,
উন্নত চঞ্চু, বঙ্কিম গ্রীবা,
আছ তুমি কি খেয়ালে ?

নীরবে শুনিছ দিয়া কাণ
আমার প্রীতির এ আহ্বান ?
কুৎসিত তুমি বলিবে কে,
থাকিলে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ?